মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২২৪৫

পর্ব-৯: দু'আ (كتاب الدعوات)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

আরবী

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يمسح بهما وَجهه. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

বাংলা

২২৪৫-[২৩] 'উমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'আর জন্য হাত উঠাতেন, (দু'আ শেষে) হাত দিয়ে তিনি নিজের মুখমণ্ডল মুছে নেয়া ছাড়া হাত নামাতেন না। (তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৩৮৬, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী ৭০৫৩, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১৯৬৭, ইরওয়া ৪৩৩, য'ঈফ আল জামি' ৪৪১২। কারণ এর সানাদে হাম্মাদ ইবনু 'ঈসা আল জুহানী একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ) দু'আ করার পর দু'হাত মুখম-লে মুছা হতে হবে ডান দিক থেকে যেন এ কথার দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, দু'আর বারাকাত তাৎক্ষণিকভাবেই বুঝা যাচ্ছে আর মুখে ছোয়াতে বলা হয়েছে এর কারণ হলো মুখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এমন মতামত ব্যক্ত করেছেন 'আল্লামা তুরবিশতী (রহঃ)।

'সুবলুস্ সালাম' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা দু'আ শেষান্তে হাত মুখে মুছার দলীল দেয়া যেতে পারে।

কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, এখানে এ কথা বললে ভুল হবে না যে, হাত মুখম-লে মুছার কথা বলার কারণ হলো আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা হাতকে শূন্য ফেরত দেননি হাতে আল্লাহর রহমাত ও বারাকাত চলে এসেছে। সুতরাং তা মুখে মুছা সামঞ্জস্যপূর্ণ যেহেতু মুখ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

হাত আকাশের দিকে উঠানোর হেতু হচ্ছে যেহেতু রিযকদাতা মহান আল্লাহ রয়েছেন আকাশে। তাই সঙ্গত কারণেই হাতটা উঠানো বা আকাশের দিকে ফিরানো উচিত।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56805

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন